চবিতে ডালের বাটি নিয়ে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষ, আহত ১৯

চবি প্রতিনিধি
০৬ অক্টোবর ২০২৩, ০৯:৩৫ পিএম

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি) ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে অন্তত ১৯ নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। হোটেলে ডালের বাটি ফেলে দেওয়াকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

আজ শুক্রবার দুপুরে সোহরাওয়ার্দী মোড়ে চবি ছাত্রলীগের শাটল ট্রেনের বগিভিত্তিক উপগ্রুপ বিজয় ও সিক্সটি-নাইনের মধ্যে এ সংঘর্ষ হয়।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আজ শুক্রবার মায়ের দোয়া হোটেলে খাবার শেষে টেবিল থেকে বের হবার সময় সিক্সটি নাইন গ্রুপের কর্মী আজমিরের হাতের ধাক্কা লেগে টেবিলের ওপরে থাকা ডালের বাটি পড়ে যায়। এ বিষয়টি নিয়ে বিজয় গ্রুপের কর্মী মাহিরের সঙ্গে আজমিরের বাকবিতণ্ডা হয়। পরে বিকেল ৪টায় দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পরে।

বিজয় গ্রুপ শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেলের অনুসারী এবং সিক্সটি নাইন চট্টগ্রাম নগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আ জ ম নাছিরের অনুসারী বলে জানা গেছে।

সংঘর্ষের সময় বিজয় গ্রুপ সোহরাওয়ার্দী হল মোড়ে ও সিক্সটি নাইনের নেতাকর্মীরা শাহজালাল হলের সামনে অবস্থান নেন। সংঘর্ষ চলাকালে ইটপাটকেল নিক্ষেপের পাশাপাশি চলে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া। এ সময় উভয় পক্ষের নেতাকর্মীদের দেশীয় অস্ত্রের মহড়া দিতে দেখা যায়। ঘণ্টাখানেক সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডি ও পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

সিক্সটি নাইন গ্রুপের নেতা ও শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সাইদুল হক সাইদ বলেন, পূর্বঘটনার জের ধরে ইচ্ছেকৃতভাবে আমাদের কর্মীর গায়ে হাত তুলে ঝামেলা শুরু করেছে তারা। এর পর তাদের কর্মীরা সোহরাওয়ার্দী হল থেকে বের হয়ে শাহজালাল হলে হামলা চালাতে আসে। যার ফলে আমাদের কর্মীরাও হল থেকে বের হলে সংঘর্ষ শুরু হয়।

বিজয় গ্রুপের নেতা শাখাওয়াত হোসাইন বলেন, খাবারের দোকানে ঝামেলা হওয়ার পর আমি আমার কর্মীদের হলে ঢুকিয়ে দিয়ে সিনিয়রদের সাথে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা করছিলাম। এমন সময় তারা শাহজালাল হল থেকে বের হয়ে আমাদের হলে অতর্কিত হামলা চালায়। আমাদের কর্মীরা তাদেরকে প্রত*আমাদের সময়*কে বলেন, হোটেলে খাবার

খেতে গিয়ে সোহরাওয়ার্দী হল ও শাহজালাল হলের ছেলেদের মধ্যে ঝামেলা হয়েছিল। খবর পেয়েই আমরা পুলিশ নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ছেলেদের শান্ত করতে সক্ষম হই।

উল্লেখ্য, গত ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর, টানা ৪ দিন ৩ গ্রুপে ৮ দফা সংঘর্ষ হয়। টালমাটাল ছাত্রলীগের এই ইউনিটকে সামাল দিতে না পেরে কমিটি বিলুপ্তির ঘোষণা দেয় কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। কিন্তু এর ২ সপ্তাহ না পেরোতেই ফের সংঘর্ষে জড়িয়েছে ২ উপগ্রুপ সিক্সটি নাইন ও বিজয়ের *একাংশ।*়িহত করেছে।

প্রক্টর ড. নূরুল আজিম শিকদার